

অধ্যায় ১: শ্রমবাজার

বিভাগ ১.১: শ্রমবাজার কী?

কল্পনা করুন প্রতিদিন একটি বিশাল চাকরি মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে — শহর, দেশ এবং এমনকি অনলাইনেও। এটাই শ্রমবাজার। এখানে মানুষ মজুরির বিনিময়ে তাদের দক্ষতা, সময় এবং শক্তি প্রদান করে এবং যেখানে নিয়োগকর্তারা তাদের ব্যবসা পরিচালনায় সহায়তা করার জন্য সেরা প্রতিভা নিয়োগের জন্য প্রতিযোগিতা করে।

ঠিক যেমন আপনি আম বা টি-শার্ট কিনতে বাজারে যেতে পারেন, কোম্পানিগুলি শ্রমবাজারে যায় মানুষের প্রচেষ্টা "কিনতে"। এই বাজারে দুটি প্রধান খেলোয়াড় রয়েছে:

শ্রমের সরবরাহ: আপনার, আমার, অথবা আপনার স্থানীয় মেকানিকের মতো মানুষ যারা কাজ করতে ইচ্ছুক এবং সক্ষম।

শ্রমের চাহিদা: ব্যবসা, স্কুল, অথবা স্টার্টআপগুলি কাজ সম্পন্ন করার জন্য লোক নিয়োগ করতে চায়।

এখানে, শ্রমের "মূল্য" হল মজুরি — এবং মানুষ কত উপার্জন করে তা নির্ভর করে তাদের নিয়োগকর্তারা তাদের দক্ষতাকে কতটা মূল্য দেয় এবং সেই দক্ষতার সাথে কতজন কর্মী পাওয়া যায় তার উপর। অন্যান্য ফলাফল যেমন কাজের সময়, ছুটির দিন এবং এমনকি আপনি বাড়ি থেকে কাজ করতে পারেন কিনা — সবই আসে সরবরাহ এবং চাহিদার মধ্যে টানাপোড়েন থেকে।

বিভাগ ১.২: মজুরির উপর কী প্রভাব ফেলে?

কিন্তু কখনও ভেবে দেখেছেন কেন একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার একজন বারিস্তার চেয়ে বেশি আয় করতে পারেন? মজুরি এলোমেলো নয় - এগুলি বিভিন্ন কারণ দ্বারা প্রভাবিত হয়:

- শিক্ষা এবং দক্ষতার স্তর: বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রায়শই উচ্চ বেতনের দিকে পরিচালিত করে। সার্জন, আইনজীবী এবং প্রকৌশলীরা তাদের পেশা শেখার জন্য বছরের পর বছর বিনিয়োগ করেন - এবং এর ফলস্বরূপ লাভ হয়।
- অভিজ্ঞতা: একজন সিনিয়র কর্মী যিনি তাদের ভূমিকায় দক্ষতা অর্জন করেছেন তিনি একজন নতুনের চেয়ে বেশি মূল্যবান।
- উত্পাদনশীলতা: যদি কেউ কোনও কোম্পানিকে আরও বেশি অর্থ উপার্জন করতে সাহায্য করে (যেমন একজন তারকা বিক্রয়কর্মী), তবে তারা আরও ভাল মজুরি পেতে পারেন।
- দর কষাকষির ক্ষমতা: একটি শক্তিশালী শ্রমিক ইউনিয়ন বা দক্ষ কর্মীর অভাব কর্মীদের আলোচনায় এগিয়ে নিয়ে যায়।

- বৈষম্য এবং বৈষম্য: দুঃখের বিষয়, অন্যায় মজুরির ব্যবধান এখনও বিদ্যমান। নারী, সংখ্যালঘু এবং প্রান্তিক গোষ্ঠীর কর্মীরা সমানভাবে যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও কম বেতন পেতে পারেন - একটি চ্যালেঞ্জ যা অনেক সরকার সমাধান করার চেষ্টা করছে।

সরকার সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কর্মীদের সুরক্ষার জন্য ন্যূনতম মজুরিও নির্ধারণ করে। কিন্তু বিতর্ক চলছে: উচ্চ ন্যূনতম মজুরি কি দারিদ্র্য কমায় নাকি বেকারত্ব বাড়ায়?

ধারা ৯.৩: কর্মসংস্থানের ধরণ

সকল চাকরি সমান নয় — এবং কেবল বেতনের ক্ষেত্রেই নয়। আসুন বিভিন্ন ধরণের অন্ত্রেষণ করি: আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান: এটি আপনার সাধারণ ৯ থেকে ৫ বছরের মধ্যে চুক্তি, আইনি সুরক্ষা, সুবিধা এবং কর সহ। শিক্ষক, ব্যাংক কেরানি বা কারখানার তত্ত্বাবধায়কদের কথা ভাবুন।

অনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান: রাস্তার বিক্রেতা, রিকশাচালক, অথবা ফ্রিল্যান্স গৃহকর্মীদের প্রায়শই আনুষ্ঠানিক সুরক্ষা বা বীমা থাকে না। এটি উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনীতির একটি বড় অংশ।

গিগ ওয়ার্ক: তরুণদের মধ্যে জনপ্রিয়, এর মধ্যে রয়েছে ফ্রিল্যান্স গ্রাফিক ডিজাইনার, উবার ড্রাইভার, অথবা ডেলিভারি কর্মী। নমনীয়, হ্যাঁ — কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী সুরক্ষা বা সুবিধা ছাড়াই।

অল্প কর্মসংস্থান: যখন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিগ্রিধারী কেউ একটি রাইড-শেয়ার অ্যাপের জন্য গাড়ি চালায় কারণ তারা আরও ভাল চাকরি খুঁজে পায় না।

বেকারত্ব: সক্রিয়ভাবে চাকরি খুঁজছেন কিন্তু চাকরি পাচ্ছেন না — অর্থনীতিবিদরা একটি দেশের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য বিচার করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক পর্যবেক্ষণ করেন।

শ্রম বাজারের স্বাস্থ্য সবকিছুকে প্রভাবিত করে: বৃদ্ধি, বৈষম্য, সুখ এবং এমনকি অপরাধের হারও।

ধারা ৯.৪: বাস্তব জগতে শ্রম

- বাংলাদেশ: তৈরি পোশাক শিল্পে লক্ষ লক্ষ মানুষ কাজ করে, যা অর্থনীতির জ্বালানি হিসেবে কাজ করে — কিন্তু মজুরি এবং পরিস্থিতি প্রায়শই প্রতিবাদ এবং বিশ্বব্যাপী মনোযোগ আকর্ষণ করে।
- জার্মানি: শক্তিশালী শ্রম সুরক্ষা এবং শিক্ষানবিশ কর্মসূচির জন্য পরিচিত যা শিক্ষার্থীদের কর্মক্ষেত্রে সহজে পরিচালিত করে।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র: ডোরড্যাশ এবং উবারের মতো গিগ অর্থনীতির জায়ান্টরা শ্রমিকদের অধিকার, সুবিধা এবং স্থিতিশীল চাকরির ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

- জাপান: উচ্চ চাপ, দীর্ঘ সময় — এমনকি “কারোশি” (অতিরিক্ত কাজের ফলে মৃত্যু) — কর্মজীবনের ভারসাম্য উন্নত করার জন্য সংস্কারের সূচনা করেছে।

শ্রমের দৃশ্যপট ক্রমাগত বিকশিত হচ্ছে:

- বিশ্বায়ন সীমানা পেরিয়ে চাকরি পাঠায়।
 - অটোমেশন পুনরাবৃত্তিমূলক কাজের (কারখানায় রোবট, এআই লেখার কোড) প্রতিস্থাপন করে।
 - কিন্তু নতুন চাকরির আবির্ভাব হয় — যেমন ড্রোন অপারেটর, ডিজিটাল মার্কেটার, অথবা জলবায়ু বিজ্ঞানীরা।
-

Section 9.5: Fun Facts

- চাঁদের আলো এমন একটি শব্দ যা আক্ষরিক অর্থেই চাঁদের নীচে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ করা লোকদের কাছ থেকে এসেছে - রাতে!
- জাপানে কারোশি একটি সাধারণ শব্দ যার অর্থ "অতিরিক্ত কাজের কারণে মৃত্যু" - কর্মজীবনের ভারসাম্যের প্রয়োজনীয়তার একটি অন্ধকার স্মারক।
- ৪ দিনের কর্মসপ্তাহ হল দ্বীপের পরীক্ষিত ছোট সপ্তাহ এবং এতে উৎপাদনশীলতায় কোনও হ্রাস পাওয়া যায়নি - কেবল সুখী, স্বাস্থ্যকর কর্মী।
- কিছু দেশে যুব বেকারত্ব প্রতি ৪ জনের মধ্যে ১ জনেরও বেশি, এমনকি স্পেনের মতো উন্নত দেশেও।
- সমান বেতন দিবস ২৫শে মার্চ পালিত হয় যা প্রতি বছর পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে মজুরির বৈষম্য তুলে ধরার জন্য একটি প্রতীকী দিন।